“চ” ইউনিট

চারুকলা অনুষদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি নির্দেশিকা ২০১৪-২০১৫

(চার বছর মেয়াদী সম্মান কোর্স)

২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ বিএফএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্রের ফরম ওয়েবসাইটে ১৪-০৮-২০১৪ তারিখ থেকে পাওয়া যাবে। পূরণকৃত আবেদনপত্রের ফরম ১৪-০৮-২০১৪ থেকে ৩১-০৮-২০১৪ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। তার আগে পরীক্ষার ফিস বাবদ ৩০০ (তিনশত টাকা মাত্র) এবং অনলাইন আবেদন সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩০(ত্রিশ) টাকা ও ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০(বিশ) টাকা সর্বমোট ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

অনুষদের ৮ টি বিভাগের জন্য মোট আসন সংখ্যা ১৩৫ :

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ-৩০ ২. গ্রাফিক ডিজাইন-২৫ ৩. প্রিন্টমেকিং-১২ ৪. প্রাচ্যকলা-১৫ ৫. মৃৎশিল্প-১০
৬. ভাস্কর্য-১০ ৭. কারুশিল্প-১৫ ৮. শিল্পকলার ইতিহাস-১৮

প্রার্থীর প্রাথমিক যোগ্যতা:

- ২০০৯ সন থেকে তৎপরবর্তী সন পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৩ অথবা ২০১৪ সনের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পুরণ করেছে কেবল তারাই ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষাদ্বয়ের ৪র্থ বিষয় বাদ দিয়ে একত্রে মোট জিপিএ ৬.৫ হতে হবে। তবে উভয় পরীক্ষার কোনোটিতে আলাদাভাবে জিপিএ ৩-এর (৪র্থ বিষয় বাদে) কম নম্বরধারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না।

- ২০১৩ সনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি বিষয়/বিভাগ পরিবর্তনের জন্য পুনরায় ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চায় তবে তাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান-এর নিকট থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতিপত্র নিয়ে যে ইউনিটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের ডিন মহোদয়ের অনুমোদন নেওয়ার পর ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে।

- জি.সি.ই/ক্যামব্রিজ : ২০০৯ সন থেকে তৎপরবর্তী সন পর্যন্ত ও-লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং ২০১৩ অথবা ২০১৪ সনের এ-লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তাদের ও-লেভেল এবং এ-লেভেলের মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে বি-গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে কমপক্ষে সি-গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করার পূর্বেই “চ” ইউনিটের অফিস (চারুকলা অনুষদের ডিন অফিস) এ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সমতা নিরূপনের জন্য নির্ধারিত ফি ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) জমা দিতে হবে। “ও” এবং “এ” লেভেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ:

এ = ৫.০ বি = ৪.০ সি = ৩.৫ ডি = ৩.০

- সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে সমতা নিরূপনের জন্য সকল পরীক্ষা পাসের প্রমাণসহ পঠিত সকল বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচির (Syllabus) অনুলিপি জমা দিতে হবে।
- ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরূপনের সার্টিফিকেটে উল্লেখিত "Equivalence ID" ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

- ভর্তি পরীক্ষা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রদেয় প্রবেশপত্র সঙ্গে না থাকলে প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষার হলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।
- **প্রার্থী কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোন, বই, কাগজপত্র, ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।**
- ব্যবহারিক পরীক্ষা (৬০ নম্বর) : সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত (১ ঘন্টা)।
- সাধারণ জ্ঞান (৬০ নম্বর) : সকাল ১১টা থেকে ১১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত (৪৫ মিনিট)।
- পরীক্ষার আসনবন্টন প্রার্থীর রোল নম্বর অথবা ফরমের সিরিয়াল নম্বর অনুসারে হবে। ওয়েবসাইটে এবং পরীক্ষার আগের দিন অনুষদের ডিন অফিসে রক্ষিত নোটিশবোর্ডে আসনবন্টন তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।
- ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ক্লিপবোর্ড, পেন্সিল, ইরেজার, কলম ইত্যাদি) প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য আলাদা প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে।
- সকল বিভাগের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০% এবং সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৪০% হিসেবে গণ্য হবে। "সাধারণ জ্ঞান" বিষয়ে MCQ পদ্ধতিতে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রশ্ন থাকবে।
- সকল বিভাগের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্র থাকবে।
- সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে সংযুক্ত ট্যাগ স্পষ্টাক্ষরে পূরণ করতে হবে এবং ক্রমিক নং বাংলা ও ইংরেজিতে লিখতে হবে। হাজিরা ফর্দ সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা ঘোষিত তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ওয়েবসাইটে নোটিশ প্রকাশ করা হবে।
- ফলাফল প্রকাশের পর ওয়েবসাইটে ঘোষিত তারিখে ভর্তির বিষয়ে ডিন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও সনদপত্র সংগে আনতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তী প্রার্থীর করণীয়

- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পছন্দ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে লিখবে। প্রার্থীর পছন্দই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে আসন বন্টনের ক্ষেত্রে খালি থাকা সাপেক্ষে প্রার্থীকে ১ম পছন্দের বিভাগ দেয়া হবে। নতুবা পরবর্তী পছন্দের বিভাগগুলিতে মনোনয়ন দেয়া হবে।

- ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর ভর্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রে ব্যবহৃত সকল স্বাক্ষর ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি অবিকল ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও ছবির অনুরূপ হতে হবে।

- ওয়ার্ড, আদিবাসী ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ভর্তি প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে ঐ ইউনিটের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে যে কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তা প্রমাণপত্রের (ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের প্রত্যায়নপত্র, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র, আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে আদিবাসী প্রধান/জেলা প্রশাসক-এর সনদপত্র) সত্যায়িত ফটোকপিসহ উক্ত সময়সীমার মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের অফিসে জমা দিতে হবে।

মনোনয়ন প্রাপ্তির পরে প্রার্থীর করণীয়

- প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করে ডিনের কার্যালয় থেকে পে-ইন-স্লিপ সংগ্রহ করে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র শাখায় জমা দিয়ে পে-ইন-স্লিপের কাউন্টারফয়েল ডিনের কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে ভর্তি-ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

- মনোনীত হওয়ার পর উক্ত বিভাগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে প্রার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে।

- ভর্তি হওয়ার পরবর্তীতে বিভাগ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকবে না।

- বিভাগের চাহিদা অনুসারে প্রার্থীকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো আনতে হবে:

ক) ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি। খ) সকল পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ২ কপি করে নম্বরপত্রের/ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি। গ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র ও ২ কপি ফটোকপি। ঘ) অভিভাবকের আয়ের সনদপত্র। ঙ) কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র।

- ছবি ও ফটোকপি ভর্তিচ্ছু বিভাগের শিক্ষক সত্যায়িত করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মনীতির যে কোনো ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।